একগুচ্ছ দরকারী অ্যাপ

আনোয়ার হোসেন

ব্যক্তিগতভাবে সব অ্যাপ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তবে অনেকের কাছে তাদের স্মার্টফোনে ইনস্টল করা অ্যাপ্লিকেশনগুলো প্রতিদিনের জীবনে প্রাণশক্তির মতো। গত মাসে বেশ কিছু অসাধারণ অ্যাপ বাজারে এসেছে, যেগুলোর কয়েকটি আপনিও ব্যবহার করে দেখতে পারেন। অ্যাপ বেছে নিতে সাহায্য করার জন্য আমরা এখানে দেখব গত মাসে মুক্তি পাওয়া কিছু অ্যাপ সম্পর্কে।

কনটেক্সচুয়াল অ্যাপ ফোল্ডার

প্রতিদিন যাদের কাজ বিভিন্ন ফোল্ডার নিয়ে, এটি তাদের জন্য দারুণ এক অ্যাপ। এর সাহায্যে সহজে ও দ্রুততার সাথে কনটেক্সচুয়াল ফোল্ডার কনফিগার করা যাবে, যেগুলোতে নির্দিষ্ট ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাক্সেস করা যায়। ধরা যাক, আপনি প্রতিদিন ভোর ৬টার সময় ব্যায়াম করার জন্য জিমে যান। সে ক্ষেত্রে আপনি জিমে পৌঁছামাত্র হোম স্ক্রিনে একটি ফোল্ডারে ব্যায়াম করার জন্য যেসব অ্যাপ দরকার, সেগুলো সব একত্রে পেয়ে যাবেন। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। এরকম আরও অনেক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি ফোল্ডার বানাতে পারবেন।

বিবিসি আর্থ কালারিং

প্লানেট আর্থ ও প্লানেট আর্থ ২-এর ফ্যানদের জন্য এই অ্যাপ। শোয়ের ওপর ভিত্তি করে এই অ্যাপ বিভিন্ন ধরনের লাইন ড্রয়িং অফার করছে। এখানে আছে মোট ৩৬টি ইলাস্ট্র্যাশন ও পেইন্ট টুলস থেকে শুরু করে অনেক কিছু। ড্রয়িং শেষ হয়ে গেলে সেগুলোকে ফোনের গ্যালারিতে সেভ করে রাখা বা শেয়ার করা যাবে।

ডব্লিউ মোভিস অল অ্যাক্সেস

এটি একটি বিশেষায়িত মুভি অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে বিখ্যাত সিনেমা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওয়ারনার ব্রোস নির্মিত মুভি দেখা যাবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে মুভি দেখার বাইরে আরও অনেক কিছুই করা যাবে। মুভিতে ব্যবহার হওয়া নানা দৃশ্যের বাস্তব লোকেশন দেখার সুযোগ রয়েছে এই অ্যাপে। তাছাড়া বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সাথে শেয়ার করা যাবে নির্দিষ্ট মুভি ক্লিপ।

নিউজ ট্যাব

ওয়েবে বিভিন্ন খবরের কনটেন্টের ওপর নজর রাখার জন্য নিউজ ফিড একটি দারুণ উপায়। আর এজন্য অনলাইনে আছে অনেক নিউজ ফিড অ্যাপ। নিউজ ট্যাব সেগুলোর একটি, যা নিউজের বিভিন্ন উৎস দেখাবে। তবে অন্য সব নিউজ ফিড অ্যাপের চেয়ে এর কিছু বাড়তি ফিচার আছে। যেমন– এই অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারী চাইলে নিউজের উৎসগুলোকে ফলো করতে পারবেন। এর বাইরে এই অ্যাপের সাথে বিল্টইন কিছু সুবিধা আছে। যেমন– পকেট, এভার নোট ইত্যাদি সফটওয়্যারে অ্যাক্সেস পাওয়া। ফলে কোনো পছন্দের আর্টিকল সেভ করে রাখা যাবে খুব সহজেই, যাতে পরে অবসর সময়ে সেটা পড়ে নেয়া যায়।

ট্রাস্টেট কন্ট্রাকস

বিপদ-আপদ কখনই বলে-কয়ে আসে না। তাই বিপদের সময় বিশ্বস্ত কারও সাহায্য পাওয়া খুবই জরুরি। কিন্তু তার জন্য সবার আগে জানাতে হবে আপনি ঠিক কোথায় অবস্থান করছেন। অনিরাপদ অবস্থায় থেকে সবসময় হয়তো জানানোর কোনো সুযোগও পাওয়া যাবে না। গুগল এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে। এখন এই অ্যাপের মাধ্যমে খুব সহজেই বিশ্বস্তদের জানানো যাবে আপনি ঠিক কোথায় অবস্থান করছেন এবং আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। এর মাধ্যমে আপনি যাদেরকে বিশ্বস্ত বলে ঠিক করে দেবেন, তাদের কাছে আপনার অবস্থান জানাতে পারবেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ব্যাটারির চার্জ না থাকলে বা আপনার ফোন অফ থাকলেও এটি কাজ করে।

এনওয়াই টাইম ক্রস ওয়ার্ড

ক্রস ওয়ার্ড খেলতে পছন্দ করেন এমন অনেকেই কাছেই এটি আবশ্যক একটি অ্যাপ। বিখ্যাত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার প্রিন্ট ভার্সনে সেসব ক্রস ওয়ার্ড ছাপা হয়, সেগুলোকে আপনি চাইলে এই অ্যাপের মাধ্যমে পেতে পারেন। প্রতিদিন ইউএসএ সময় ১০টায় পত্রিকার ছাপা হওয়া পাজল চলে আসবে এই অ্যাপে। এর বাইরে আছে মিনি পাজল, পাজল প্যাক– যেগুলো অ্যাপের মধ্যেই মজুদ আছে। মাসিক ভিত্তিতে খেলার জন্য সাবস্ক্রাইব করারও সুযোগ আছে এতে।

ফটোস্ক্যানার

অ্যালবাম বা পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে পুরনো প্রিন্টের ফটো খুঁজে পেয়েছেন? তা দেখে ঘটনাবহুল কোনো অতীতের কথা আপনার মনে পড়ে যায়? হয়ে পড়েন স্মৃতিকাতর? কিন্তু যে ফটো দেখে আপনার এই অতীতের কাছে ফিরে যাওয়া, সে ফটো সংরক্ষণ করতে না পারার কারণে সেটিও হয়ে যেতে পারে অতীত। গতানুগতিক উপায়ে প্রিন্টের ফটো স্ক্যান করে সেগুলোকে ডিজিটালাইজড করা যায়, তবে তার জন্য হাতের কাছে থাকতে হবে স্ক্যানার মেশিন আর প্রস্তুত থাকতে হবে ঝামেলাপূর্ণ বেশ কিছু পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য। এসব বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গুগল সম্প্রতি অবমুক্ত করেছে ফটোস্ক্যান নামে একটি অ্যাপ, যার সাহায্যে কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই পুরনো, প্রিন্টেড ফটো ডিজিটালাইজড করা যাবে।

ধারণাটি খুবই সাধারণ, কিন্তু এর বাস্তবায়ন বেশ কৌশলী। সাধারণত ক্যামেরায় ছবি তুলে পুরনো প্রিন্টেড ফটো ডিজিটালাইজড করা যায়। কিন্তু ওটা ভালো কোনো সমাধান হতে পারে না। কেননা প্রিন্টেড ফটোর ছবি তোলা হলে আলোর বিষয়টা সামনে চলে আসে। লাইটিং ঠিকমতো না হলে তোলা ছবির কিছু অংশে আলোর প্রতিফলন দেখা যাবে।

গুগল এই সমস্যার সমাধান করেছে খুব সাধারণ ও চমৎকার উপায়ে। তারা আলাদা চারটি ইমেজ নিয়ে সেগুলোকে সমন্বয় করে একটি ইমেজে রূপান্তর করেছে। কোনো পুরনো ফটোর রং জ্বলে গেলে বা উঠে গেলে ফটোস্ক্যান অল্পস্বল্প কালার অ্যাডজাস্টমেন্টও করে থাকে। সেই সাথে ফটোতে বক্রতা থাকলে সেটাও ঠিক করে দেবে কজ

ফিডব্যাক :
hossain.anower009@gmail.com

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।